কিশোর গ্যাং

কীভাবে এলো, কীভাবে রুখবো

কিশোর গ্যাং

কীভাবে এলো, কীভাবে রুখবো

কমান্ডার খন্দকার আল মঈন

কিশোর গ্যাং : কীভাবে এলো, কীভাবে রুখবো
কমান্ডার খন্দকার আল মঈন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Kishor Gang: Kibhabe Elo, Kibhabe Rukhbo by Commander Khandaker Al Moin
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98813-3-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার বড় ভাই
খন্দকার আল মামুন (মাখন)
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

কৃতজ্ঞতা

মেজর মোঃ লুৎফুল হাদি, পদাতিক
সিনিঃ এএসপি আ. ন. ম. ইমরান খান
সিনিঃ এএসপি মু. আল আমিন সরকার
র‍্যাব সদর দপ্তরে আইন ও গণমাধ্যম শাখায় কর্মরত সকল সদস্য

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
কী-কেন-কীভাবে? ১১
প্রতিরোধ ৬০
শেষকথা ৭৬
সূত্রসমূহ ৭৮

ভূমিকা

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে স্মার্ট বাংলাদেশকে। তাদের হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। কথাটি খুবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো আজকাল অনেক শিশু-কিশোর সমাজে নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। শুরু হয় ছোট ছোট অপরাধের মাধ্যমে। তবে ধীরে ধীরে দলগত অপরাধের সংস্কৃতির দিকে তারা ঝুঁকে পড়ে। বর্তমানে কিশোর গ্যাং কালচার বা দলগত অপরাধের সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে কিশোর অপরাধের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে 'কিশোর গ্যাং কালচার' গড়ে উঠছে। যা সমাজে এখন আতঙ্কের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন রাজধানী ঢাকা থেকে জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে কিশোর গ্যাং গ্রুপের কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়। গ্যাংয়ের সদস্যরা বয়সে শিশু হলেও আচরণে ভয়ংকর। তারা দলবেঁধে আড্ডা দেয়, হর্ন বাজিয়ে দ্রুতবেগে মোটরসাইকেল চালায় ও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। এছাড়া তারা এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, মারামারি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করে। এমনকি গ্রুপে গ্রুপে দ্বন্দ্বের জেরে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাও ঘটছে। আবার কেউ কেউ টিকটকের নামে কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িয়েছে। মূলত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশু-কিশোররা গ্যাং কালচারের সঙ্গে জড়িত হলেও আজকাল পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের অনেক শিশু-কিশোর এই অভিশপ্ত 'কিশোর গ্যাং কালচার'-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, শিশুদের নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের অভাব কিশোর গ্যাং কালচার গড়ে ওঠার জন্য দায়ী। তাছাড়া মাদকাসক্তি, মাদক বেচাকেনা, হিরোইজম, বড় ভাই গ্রপের পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে কিশোর গ্যাং কালচার গড়ে উঠছে। অন্যদিকে কিশোর গ্যাং কালচারের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা ও কিশোরদের মধ্যে সচেতনতার অভাবে কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি দেশের সর্বত্র বিস্তার ঘটছে। 'গ্যাং কালচার' নামক পশ্চিমা অপসংস্কৃতি বিগত শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। তবে একুশ শতকের শুরুতে রাজধানীর উত্তরায় ক্র্যাব গ্রুপ বা কাঁকড়া গ্রুপ নামে গ্যাং কালচার পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ক্রমান্বয়ে

গ্যাং কালচার বা দলগত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত অনুসারে বর্তমানে ঢাকায় প্রায় পঞ্চাশটি এবং সারা দেশে একশর বেশি কিশোর গ্যাং গ্রুপ আছে। উক্ত গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাছাড়া বিগত এক দশকে রাজধানীতে ঘটে যাওয়া আলোচিত হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলো কিশোর অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্যে এক যুবকের হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন করে তার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করেছে। এছাড়াও উত্তরার চাঞ্চল্যকর স্কুলছাত্র আদনান কবির হত্যা, বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ড, কুমিল্লার কোতোয়ালি থানাধীন এলাকায় শাহাদাত হোসেন হত্যা, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দ্বন্দ্বে জোড়া খুনের ঘটনা এবং ঢাকার হাতিরঝিলে টিকটকের প্রলোভনে কিশোরীকে আটক রেখে দলবেঁধে ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনায় 'কিশোর গ্যাং' গ্রুপের জড়িত থাকার বিষয় গণমাধ্যমে উঠে আসে। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একপক্ষ অন্য পক্ষকে হুমকি দেয় এবং তারা ফেসবুকে উসকানিমূলক পোস্ট করে। আবার সেগুলো নিয়ে তারা মারামারিতে লিপ্ত হয়। এছাড়া স্কুল-কলেজে হিরোইজম দেখানোর জন্য তারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। তাদের পড়ালেখায় কোনো আগ্রহ নেই কিন্তু তারা দলবাজি ও আড্ডাবাজি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে অভিভাবকদের মনে নতুন আতঙ্কের সঞ্চার করেছে 'কিশোর গ্যাং কালচার'। তাই 'কিশোর গ্যাং কালচার' প্রতিরোধে এখনই ভাবতে হবে। অন্যথায় এসব উঠতি বয়সী উচ্ছৃঙ্খল শিশু-কিশোর আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে।

কী-কেন-কীভাবে?

কিশোর অপরাধ

ইংরেজি Juvenile শব্দটির অর্থ কিশোর। সমাজে শিশু-কিশোর যখন সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মনীতিবিরোধী কাজ করে তখন সেটিকে কিশোর অপরাধ বলে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে 'কিশোর অপরাধ' লিগ্যাল টার্ম হিসেবে প্রথমবার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী কেউ অপরাধ করলে তাকে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে দেশ ভেদে কিশোর অপাধীদের বয়সের তারতম্য হয়। কোনো দেশে ১৩ থেকে ২২ বছর আবার কোনো দেশে ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সী কেউ অপরাধ করলে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া জাপানে ১৪ বছর, ফিলিপাইনে ৯ বছর এবং ভারত, শ্রীলংকা ও মিয়ানমারে ৭ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে ১০ থেকে ১৯ বছরের মাঝামাঝি বয়সী ছেলেমেয়ে হলো কিশোর-কিশোরী এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হলো কিশোর অপরাধ। অপরাধবিজ্ঞানী বিসলার (Bislar)-এর মতে, প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের ওপর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অবৈধ হস্তক্ষেপ হলো কিশোর অপরাধ। অপরাধবিজ্ঞানী বার্ট (Burt) বলেন, কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অপরাধ প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সমাজে অপরাধের কিছু নিয়ামক রয়েছে। এসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়ামকসমূহ সমাজে অপরাধ হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবিজ্ঞানী গ্রিন (Greene)-এর মতে, দারিদ্র্য, বৈষম্য, সামাজিক অন্যায়-অনাচার, বেকারত্ব, সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধন শিথিলতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করে। এক পর্যায়ে বিপথগামী শিশু-কিশোর সমাজে অপরাধচক্র গড়ে তোলে। অপরাধচক্র থেকে তারা ধীরে ধীরে দলগত অপরাধে জড়িত হয়। পরবর্তীতে স্বার্থান্বেষী বড় ভাইদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে 'কিশোর গ্যাং কালচার' গড়ে ওঠে।

‘গ্যাং ও গ্যাং কালচার’ কী

গ্যাং অর্থ কিছু লোকের সমষ্টি বা একটি দল। অথবা কতিপয় লোকের একটি সংঘবদ্ধ দল বা অপরাধচক্র হলো গ্যাং। এটি প্রায়শই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি গ্যাংয়ের একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে। আবার গ্যাংয়ের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট না হলেও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চুলের কাটিং ও চলাফেরা অনেক কিছু মিল থাকে। গ্যাংয়ের সদস্যরা ভয়ংকর প্রকৃতির হয়। তারা বড়দের সম্মান করে না। তাদের হাতে হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং তারা কমবেশি সবাই ফেসবুকে আসক্ত। অন্যদিকে গ্যাং কালচার হলো দলগত অপরাধের সংস্কৃতি। গ্যাংয়ের সদস্যরা দলবদ্ধভাবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে থাকে। তারা দলবেঁধে চলাফেরা, আড্ডা দেওয়া, মেয়েদের উক্ত্যক্ত করা, মারামারি, চাঁদাবাজি, খুন ও ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনায় জড়িত। গ্যাং সদস্যদের গ্রুপের নামে অনলাইনে নিজস্ব পেজ থাকে। তারা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এই নেটওয়ার্কে গ্যাং সদস্যরা পরস্পর যুক্ত হয়ে ব্যক্তি বা দলীয় সত্তা প্রকাশ করে। দেশে আজকাল গ্যাং কালচার দ্রুত বিস্তার ঘটছে। নিম্নবিত্ত থেকে অভিজাত পরিবারের অনেক শিশু-কিশোর এই গ্যাং কালচারে জড়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২-এর তথ্যমতে দেশে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩৯.৯৬ মিলিয়ন। তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১০ লাখ ৬৮ হাজার।[১] যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্যসহ নানা কারণে গ্যাং কালচারে জড়িত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

‘কিশোর গ্যাং কালচার’ কী

সাধারণত অপরাধের সঙ্গে জড়িত কিশোরের দলকে ‘কিশোর গ্যাং’ বলে। অন্যদিকে কিশোরদের দলগত অপরাধের সংস্কৃতি হলো কিশোর গ্যাং কালচার। আবার কিশোর গ্যাং গ্রুপগুলো দলগতভাবে যে অপরাধের সংস্কৃতি চর্চা করে সেটি কিশোর গ্যাং কালচার। প্রতিটি গ্যাং গ্রুপের সদস্য সংখ্যা কমবেশি হয়। কোনো কোনো গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ১০-৩০ জন বা কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি হতে পারে। তারা ব্যক্তিগত অথবা দলগতভাবে লাভবান হওয়ার অভিপ্রায়ে সমাজে নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। কিশোর গ্যাং গ্রুপের সদস্যরা অনেক সময় আধিপত্য বিস্তার ও গ্রুপিং নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে

জড়ায়। প্রতিটি গ্যাংয়ের একজন দলনেতা থাকে। মূলত তার নেতৃত্বেই গ্যাং পরিচালিত হয়। আবার কিশোর গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষক থাকে। স্থানীয় কতিপয় সুবিধাবাদী বড় ভাইদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এলাকায় কিশোর গ্যাং গড়ে তোলে। ২০১০ সালের দিকে ঢাকা শহরের উত্তরা, গুলশান, ধানমন্ডি ও মিরপুরসহ নানা আবাসিক এলাকার দেয়ালে সমৃদ্ধ অদ্ভুত সব নাম যেমন–গ্যাং জিরো জিরো নাইন, রিস্ক জোন, ভাই গ্যাং, নাইন স্টার, ডিসকো বয়েজ, হ্যালো গ্যাং লেখা চোখে পড়ে। ধারণা করা যায়, কালো, বেগুনি, নীল মার্কার পেন দিয়ে আনাড়ি শিল্পীর মতো যা দেয়ালে লেখা হয়েছে, তা কিশোরদের হাতের। যেসব কিশোর এ লেখা লিখেছে, তারা পরবর্তী সময়ে নানা নামে গ্যাং বা দল গড়ে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।[২] সাধারণত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে গ্যাং কালচারে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকলেও আজকাল উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক শিশু-কিশোরদেরও গ্যাং কালচারে জড়িত হতে দেখা যায়। যেমন–খুলনা শহরের 'গোল্ডেন বয়েজ' গ্রুপের সদস্যরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের সন্তান; অন্যদিকে 'টিএসপি' গ্রুপের সদস্যরা বস্তির বাসিন্দা।

'কিশোর গ্যাং'-এর সদস্যদের বয়স

বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। উঠতি বয়সী যেসব শিশু-কিশোর গ্যাং কালচারে জড়িত তাদের সবার বয়স এক নয়। তাদের কারও বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। আবার কারও বয়স ২৩-২৫ বছর পর্যন্ত হয়। অনেক সময় আরও বেশি বয়সীদেরও গ্যাং কালচারে জড়িত হতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে বেশি বয়সীরা নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছরের মাঝামাঝি বয়সী ছেলেমেয়ে হলো কিশোর-কিশোরী। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী 'ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট হেলথ' প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, 'কৈশোর এখন শুরু হয় ১০ বছর বয়সে।[৩] যে কৈশোর দশ বছর থেকে শুরু হয়, সেই বয়স এখন আমাদের কাছে আতঙ্ক। পত্রিকার পাতা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গলির মোড় থেকে চায়ের দোকান, গণপরিবহন থেকে টকশো সব জায়গায় কিশোর গ্যাং কালচার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

'কিশোর গ্যাং'-এর বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি কিশোর গ্যাং গ্রুপের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি একই হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখা যায়। গ্যাং কালচারে জড়িত কিশোরদের আচার-আচরণ ভয়ংকর প্রকৃতির হয়। কিশোর গ্যাংয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এমন অদ্ভুত নাম ও লোগো থাকে। গ্রুপের নাম ও লোগো কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা নিজেদের শরীরে ট্যাটু করে এবং অনেকে দেয়াল লিখন করে। কেউ কেউ জুয়েলারি, হাতে ব্রেসলেট ও কানে দুল পরে। তাছাড়া গ্যাংয়ের বেশির ভাগ সদস্য উচ্ছৃঙ্খল পোশাক পরিধান করে। আবার কারও কারও চুলের কাটিং দেখে চেনা যায় তারা কিশোর গ্যাং গ্রুপের সদস্য। কয়েকটি আলোচিত গ্যাং গ্রুপের নাম হলো–একে-৪৭, নাইন এমএম, নাইন স্টার গ্রুপ, ডিসকো বয়েজ গ্রুপ, বিডিএসকে, ভাইব্বা ল কিং ও কিং অব মোচর ইত্যাদি। গ্যাং গ্রুপের নামে ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে আইডি খোলা হয়। এসব অনলাইন গ্রুপের মাধ্যমে তারা তথ্য আদান-প্রদান করে। তারা হিরোইজম দেখানোর জন্য অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অস্বাভাবিক আচরণ এবং অনেকে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে। অন্যদিকে তারা বিকৃত রুচির টিকটক ভিডিও বানিয়ে ভাইরাল হওয়ার জন্য উক্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে। এভাবে তারা উঠতি বয়সীদের আকৃষ্ট করে। এলাকায় আধিপত্য ধরে রাখার জন্য অনেক সময় তাদের দেশীয় অস্ত্র যেমন–ছুরি, রামদা, হকিস্টিক ও বন্দুক ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তারা গ্যাং সদস্য হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে অহংকারবোধ করে। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরস্পরকে হুমকি দেয় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রচারণা চালায়। যেমন–'মোহাম্মদপুরের পোলাপান যা করি তা টোকেন ছাড়াই ওপেন', 'মোহাম্মদপুরের পোলা বাজান/আমি একাই একশ/গেঞ্জাম করার আগে Vaibba Loiyo' ইত্যাদি। আবার কিশোর গ্যাং গ্রুপের নিজস্ব ফেসবুক আইডি রয়েছে। যেমন–উত্তরার নাইন স্টার গ্রুপের ফেসবুক আইডি হচ্ছে নাইন এমএম বয়েজ এবং ডিসকো বয়েজ গ্রুপের ফেসবুক আইডি হলো ডিসকো বয়েজ উত্তরা। ডিসকো বয়েজ তাদের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দেয়–'ডিসকো বয়েজ আসছে, উত্তরা কাঁপছে'। প্রতিপক্ষ নাইন স্টার গ্রুপকে শায়েস্তা করার জন্য বিগ বস গ্যাংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা ফেসবুক পাতায় লিখেছিল, 'বিগবস-ডিসকো, টুগেদার হিয়ার টু সেভ ইউ ফ্রম বস্তি পিপল'।[৪] এসব গ্যাংয়ের ফেসবুক ওয়াল জুড়ে ছুরি, গ্রেনেড, হাতুড়ি ও পিস্তলের ছবি। এছাড়াও উক্তরায় স্কুলছাত্র আদনান কবিরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর তার পক্ষের এক কিশোর ফেসবুকে পালটা স্ট্যাটাস দিয়ে এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, 'ভাই তোর খুনিগো বাইর কইরা জবাই দিমু'।

গ্যাং কালচারের উৎপত্তি

'গ্যাং কালচার' একটি পুরনো পশ্চিমা সংস্কৃতি। যার সূচনা হয় আঠারো শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে। পরবর্তীতে ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলোতে গ্যাং কালচারের উদ্ভব হয়। ১৮৬০ সালে পশ্চিমা দেশে গ্যাং কালচারের তৎপরতা এমনভাবে বেড়ে যায়, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা হিমশিম খেয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের তরুণ এবং তাদের গ্যাংগুলো ছুরি নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তারা প্রায়ই রাস্তায় ঝগড়া এবং মারামারি করত। যার কারণে সাধারণ পথচারীরা তাদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এছাড়া তৎকালীন ইংল্যান্ডের অন্যান্য গ্যাং স্টার দলগুলোর মতো 'পিকি ব্লাইন্ডার্স' উত্থানের কারণও ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প অধ্যুষিত দেশটির দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। অর্থকষ্টের কারণেই গড়ে ওঠে ছোট ছোট কতগুলো গ্যাং। যার সদস্য ছিল কম বয়সী ছেলেরা। মিডল্যান্ড এবং উত্তর ইংল্যান্ডের বস্তি এলাকাগুলোতে অবস্থা বেশি খারাপ ছিল। টাকাপয়সা এবং চাকরিবাকরির অভাবে পকেট মারা ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন ছোটখাটো অপরাধকর্ম ছিল তাদের আয়ের উৎস।[৫] এরপর ত্রিশের দশকের মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী গ্যাং কালচার দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অন্যদিকে ১৯৮০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিশোর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার কিশোর গ্যাং ছিল, যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। আবার ১৯৯৫ সালে কিশোর গ্যাং দলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ হাজার, যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। পরবর্তী একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে কিশোর দলের সহিংসতা হ্রাস পেলেও ২০০১-২০০৫ সালের মধ্যে এটি আবার বাড়তে থাকে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ২৫ হাজার কিশোর দলকে সক্রিয়ভাবে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত দেখা যায়। এ দলগুলোর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত লাখ। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিতে এমন তথ্য রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারে কিশোরদের ১৪ শতাংশ গ্যাং সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানকার ৮৯ শতাংশ সহিংস ঘটনার জন্য তারা দায়ী।[৬] এভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় গ্যাং কালচার গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে 'কিশোর গ্যাং কালচার' উৎপত্তির ইতিহাস

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের চূড়ান্ত রূপ হলো 'কিশোর গ্যাং কালচার'। এটি সামাজিক অবক্ষয়রূপে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ শতকের ৮০-৯০-এর দশকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গ্যাং কালচার অনুপ্রবেশ করে। আবার ৯০-এর দশকে ঢাকা শহরে গ্যাং বলতে শুধু সেভেন স্টার এবং ফাইভ স্টার গ্রুপের নাম শোনা যেত। যারা ঢাকার আন্ডার ওয়ার্ল্ড কন্ট্রোল করত। তবে ২০০১ সালে রাজধানীর উত্তরায় ক্র্যাব গ্রুপ বা কাঁকড়া গ্রুপের আবির্ভাবের মাধ্যমে ঢাকা শহরের মানুষ 'কিশোর গ্যাং' কালচার বা কিশোরদের দলগত অপরাধের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। তখন থেকে ধীরে ধীরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গ্যাং কালচার গড়ে ওঠে। এছাড়া ২০০৬-০৭ সালের দিকে আমেরিকার হিপহপ কালচারকে ফলো করে ঢাকার অভিজাত এলাকায় কিশোর গ্যাং গ্রুপগুলোর উৎপত্তি ঘটে।[৭] আবার ২০০৯ সালে ঢাকার উত্তরায় ডিসকো বয়েজ গ্রুপ গড়ে ওঠার পর আলোচনায় আসে গ্যাং গ্রুপের কর্মকাণ্ড। শুধু কাঁকড়া গ্রুপ নয় এভাবে রাজধানীতে একের পর এক গড়ে ওঠে এমন প্রায় পঞ্চাশটির বেশি গ্রুপ। অন্যদিকে জানুয়ারি ২০১৭ সালে 'কিশোর গ্যাং গ্রুপ'-এর দ্বন্দ্বে উত্তরা ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির হত্যাকাণ্ডের পর কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির ভয়ংকর রূপ নিয়ে মিডিয়া সোচ্চার হয়। তাছাড়া ২০১৯ সালে সাব্বির আহমেদ ওরফে নয়ন বন্ডের গড়ে তোলা ফেসবুকভিত্তিক কিশোর গ্যাং গ্রুপ '০৭' কর্তৃক বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যার পর কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকাণ্ড দেশের মানুষকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। সম্প্রতি ২০২৩ সালের মে মাসে রাজধানীর দারুস সালাম থানার লালকুটি এলাকার বসুপাড়ায় কিশোর গ্যাং 'অতুল গ্রুপ' ও 'পটেটো রুবেল গ্রুপ'-এর দ্বন্দ্বে স্কুলছাত্র সিয়াম হত্যার ঘটনার কারণে কিশোর গ্যাং কালচারটি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন থেকে 'কিশোর গ্যাং কালচার' বা 'দলগত অপরাধের সংস্কৃতি' গড়ে ওঠার কারণ অনুসন্ধান, গ্যাংয়ের বিস্তার ও ভয়াবহ কর্মকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদ জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সচেতন নাগরিক সমাজ এবং অভিভাবকদের মনে নতুন করে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে ভয়ংকর 'কিশোর গ্যাং কালচার'। যদিও ২০১২ সাল পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধি রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল। তবে বর্তমানে আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের প্রতিটি জেলা পর্যায়ে কিশোর গ্যাং কালচার বিস্তার লাভ করেছে।